শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত।

শ্রীবলরাম দাস কর্ত্তৃক প্রণীত।

—০০—

কলিকাতা।

বাগবাজার ২ নং আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি
স্মিথ এণ্ড কোম্পানী যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৬ সাল।

উপক্রমণিকা।

অনেকের মনে বিশ্বাস আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজে হস্তার্পণ করেন নাই। তবে তিনি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন সে ধর্ম্ম মানিলে জাতিবিচার থাকে না এই মাত্র। তিনি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাহা তিনি স্বয়ং প্রচার করেন না। সে কার্য্য তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল। কেবল জন কয়েক দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে, তাঁহার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, তাঁহারে কৃষ্ণ নাম দিতে হইয়াছিল। যে নবদ্বীপ ধামে তিনি প্রকাশ হন, তাহার অধিপতি দুই ভ্রাতা ছিলেন, তাহাদের নাম জগন্নাথ ও মাধব। ইহারা মদ্য পান করিত ও অত্যন্ত কুকর্ম্মশালী ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পরে নদীয়া নগরে হরিধ্বনি উঠিলে এই দুই ভ্রাতা বিরোধী হয়। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে কৃষ্ণ নাম দিয়া উদ্ধার করেন। অদ্যাপি তাঁহার ভক্তগণ "জগাই মাধায়ের" উদ্ধার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নদীয়ার দ্বিতীয় অধিপতি একজন যবন কাজি ছিলেন। ইনি হিন্দু রাজাদিগের নিকট করগ্রহণ করিয়া গৌড়ের অধিপতি হোসেন খাঁর নিকট প্রেরণ করিতেন। সুতরাং ইহার প্রতাপ জগাই মাধাই হইতে অধিক। জগাই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শরণাগত হইলে, এই কাজি তার কিছু কাল পরে, তাঁহার বিরোধী হয়েন। ইনি সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকেও কৃষ্ণ নাম দিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। এই কাজির কবর অদ্যাপিও রহিয়াছে।

তখন গৌড়ের রাজা হুসেনসাহা ও উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র এই উভয়ে বিবাদ চলিতেছিল। সুতরাং বাঙ্গলার লোকের জগন্নাথ দর্শনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। যাত্রীদিগের দুঃখ নিবারণ করিবার নিমিত্ত, উড়িষ্যার সীমানায় যে যবনাধিপতি থাকিতেন, তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রেম দান করেন। তাহাতে বাঙ্গলার লোকের উড়িষ্যাতে গতায়াতের দুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল।

সেই সময় নবদ্বীপে ন্যায়ের বহুতর চর্চা ছিল। ন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ভক্তিপথ সংকীর্ণ হইয়া যায়। নৈয়ায়িকেরা তর্ক করিয়া কখন ভগবান স্থাপন করিতেন, কখন বা তাহাকে উড়াইয়া দিতেন। সুতরাং এই প্রবল পণ্ডিতেরা, শ্রীগৌরাঙ্গ যে মধুর ধর্ম্ম জগতে লইয়া আইসেন, তাহার অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। ইঁহারা হিন্দু আচার ব্যবহার সবই পালন করিতেন, সব ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু মনেং প্রায় কিছুই মানিতেন না। এই নৈয়ায়িকদিগের সর্ব্বপ্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌম। নৈয়ায়িকদিগের বিপক্ষতা চূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এই সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণ তলে আনিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শেষ লীলায় নীলাচলে বাস করেন। প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচল বা উড়িষ্যার স্বাধীনরাজা ছিলেন। তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন। ইঁহার রাজ্যে বাস করেন বলিয়া ও ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত, গৌরাঙ্গ তাঁহাকেও নিজ ভক্ত করেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা বলিয়া আর এক নাম হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার সর্ব্ব প্রধান শত্রু সন্ন্যাসীরা ছিলেন। ইঁহারা একে সন্ন্যাসী বলিয়া সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন, তাহাতে আবার কঠিন বৈরাগ্য করিয়া ও বহুতর শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া, লোকের নিকট প্রায় নারায়ণের ন্যায় সম্মানিত হইতেন। ইঁহাদের ধর্ম্ম মায়াবাদী, শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদের নেতা। ইঁহারা আপনাতে ও ভগবানে পৃথক ভাবিতেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের যে ভক্তিপথ, সন্ন্যাসীদিগের মত উহার ঠিক বিপরীত।

তখন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তর্ক ও মিলন কাহিনী বর্ণন করা এ ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। লেখকের স্বকপোলকল্পিত কিছু নাই, সমস্তই প্রাচীন গ্রন্থ দেখিয়া লিখিত হইয়াছে। লেখা যেরূপই হউক কাহিনীটি অতি মধুর। এই প্রকাশানন্দের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে প্রবোধানন্দ হয়।

তিনি কে ?

কাশী নগরীতে বিন্দুমাধব হরির যে এক মন্দির আছে, তাহার নিকটে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মঠ ছিল। ইহা প্রায় ৪ শত বৎসরের কথা। এই সময় লোকে কথায় কথায় সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিত। গ্রামে গ্রামে দুই একটী সন্ন্যাসী পাওয়া যাইত। কোন কোন সন্ন্যাসী বামাচারি পথ অবলম্বন করিতেন, কেহবা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইতেন, আবার কেহবা মায়াবাদী ছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এইরূপ কয়েকটি মত প্রবল ছিল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী শেষোক্ত দলভুক্ত ছিলেন। মায়াবাদীদিগের মত ভক্তিপথের বিরোধী। ইঁহারা নিরাকারবাদী ধ্যানপরায়ণ সাধু। ভগবানে ও আপনাতে ইঁহারা ভেদ মানিতেন না। বেদান্ত পঠন ও শ্রবণ ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। শঙ্করাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মহিমার কথা এখন কিছু বলি। তাঁহার কোন গ্রন্থের এক জন টিকাকার নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য আনন্দি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এইঃ- "জগতের এক মাত্র পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদান্ত, তর্ক, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, জ্ঞান, মীমাংসা, আগমনিগম, মহাপুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র, অলঙ্কার, কাব্য নাটকাদির রহস্য সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দ্বারা কাশীবাসী অসংখ্য ছাত্রগণের আনন্দ পদ্ম প্রফুল্ল করিতেন।"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বিষয় এইরূপ লেখা আছেঃ-

"প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞান যোগ মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥

বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্য মতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশে যাতে ॥
যতেক দণ্ডির গুরু কাশীতে প্রমাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন ॥

অপিচ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন ।
প্রকাশানন্দ নাম ইঁহ সন্ন্যাসী প্রধান ॥ ”

তৎকালে কাশীধাম সন্ন্যাসীদিগের প্রধান স্থান ছিল, আর তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশানন্দ সকলের বড় ছিলেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরে ভারতবর্ষের সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কৌপীন পরিধান, মৃত্তিকায় শয়ন, এবং জীবন ধারণের নিমিত্ত নাম মাত্র আহার করিয়া বেদ চর্চ্চা শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁহার সুললিত বক্তৃতা শুনিতে আসিত। এমন কি, ভারতবর্ষে তাঁহার অদ্বিতীয় নাম ছিল।

কিন্তু, যদিও তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ও সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর জীবন যাপন করিতে ছিলেন, তথাপি তাঁহার মনকে তিনি সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভট্টকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন, তাহার মমতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যখন তিনি গৃহে ছিলেন এই গোপাল ভট্টকে তিনি পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন।

তাঁহার বাড়ি শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ছিল। ইহা কাবেরী নদীর তীরে। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম বেঙ্কটভট্ট, ও তাঁহারই পুত্র গোপাল ভট্ট। মধ্যম ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট। আর কনিষ্ঠের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম প্রকাশানন্দ।

যখন তিনি গৃহে ছিলেন তখনই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে প্রচার হয়। তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিয়া কাশীতে

বাস করার কিছু কাল পরে শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র একটি সন্ন্যাসী দেখিয়া পাগল হইয়াছেন। প্রকাশানন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু শুনিলেন যে গোপাল ভট্ট কোন এক সন্ন্যাসীর অনুরোধে জ্ঞান মার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভাবুকের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি ক্লেশ পাইলেন ও আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ভাবিলেন ভারতবর্ষে আমার উপর আবার সন্ন্যাসী কে? ভারতবর্ষে এমন কোন্ সন্ন্যাসীর স্পর্দ্ধা আছে যে আমার শিষ্যকে বিপথে লইয়া যায়?

স্বভাবত ভাবুকের মত তাঁহার নিকট অতি ঘৃণার বিষয় ছিল। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রের মত পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়া ছিল তাহা শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহার জীবনীর দুইটি চরণে পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকাশানন্দ- "ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেম ভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে॥"

তাঁহার মতে ভাবুকের ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। পুরুষ আবার অশ্রুবারি ফেলিবে কেন? যে পুরুষ ক্রন্দন করে তাহার মরিয়া যাওয়া শ্রেয়। ভক্তি আবার কি, কাহাকে বা ভক্তি করিব? যাহাকে ভক্তি করিব সেইত আমি। নির্ব্বোধ দুর্ব্বল লোকে একটি ভগবান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পূজা করে। আর আমার শিষ্য গোপাল, যাহার এমন সতেজ বুদ্ধি, সে একটি ভাবুক সন্ন্যাসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এইরূপে আপনার উজ্জ্বল জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিলে? এই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মনের ভাব।

এই ভাবুক সন্ন্যাসীটি কে? তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশানন্দ জানিলেন যে তিনি নীলাচলে বাস করেন। তীর্থ দর্শন করিতে দক্ষিণে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণ কালে তাঁহার বাড়িতে চাতুর্ম্মাসিক অর্থাৎ বর্ষায় চারি মাস যাপন করেন। তাঁহাদের বাড়িতে চারিমাস বাস করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি সমস্ত পরিবারকে কৃষ্ণ নামে পাগল করিয়াছেন। সন্ন্যা-

সীর বয়ঃক্রম অতি অল্প, পঁচিশ বৎসরের অনধিক। দেখিতে অতি রূপবান; বর্ণ কাঁচা সোনার মত, শরীর প্রকাণ্ড, উর্দ্ধ সাড়ে চারি হস্ত। তিনি আরও শুনিলেন যে, তাঁহার পূজ্যতম জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রন্দন ও নর্ত্তন প্রভৃতি, তাঁহার বিবেচনায়, নিন্দনীয় কার্য্য করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি শুনিয়া একেবারে অবাক হইলেন যে তাঁহার আত্মীয়গণ এই সন্ন্যাসীকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে এই সন্ন্যাসী এখন নীলাচলে বাস করিতেছেন। ইনি কেশব ভারতীর শিষ্য, ও ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কাশীতে যেমন প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিরাজ করিতেন, নীলাচলে তেমনই বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিরাজ করিতেন। বাঙ্গলা তখন মুসলমান রাজার অধীনে ছিল, এবং তাহাদের রাজধানী গৌড়নগরে ছিল। সেই গৌড়ের তখনকার বাদসার নাম হোসেন সা। কিন্তু বাঙ্গলা যেমন মুসলমানের অধীন ছিল, উড়িষ্যা, বিজয়নগর প্রভৃতি সেইরূপ হিন্দু রাজার অধীন ছিল।

এই উড়িষ্যাধিপতি হিন্দু রাজার নাম প্রতাপরুদ্র। ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব্ব দেশের হিন্দুদিগের জুড়াইবার স্থান কেবল উড়িষ্যা ছিল। নবদ্বীপ ন্যায়ের চর্চ্চার নিমিত্ত তখন জগতবিখ্যাত। সেই নবদ্বীপের সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমকে, গজপতি প্রতাপরুদ্র আদর করিয়া আপন দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সার্ব্বভৌমের নিকট ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থান হইতে শিষ্যেরা পড়িতে আসিত। বৈদান্তিক দণ্ডীদিগকেও তিনি বেদ পড়াইতেন। সুতরাং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমেতে উত্তম রূপ জানা শুনা ছিল।

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে এই মহা প্রতাপান্বিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই কৃষ্ণ চৈতন্য নামধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাগল হইয়াছেন। এমন কি তিনি সেই সন্ন্যাসীকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভগবান পৃথক কেহ আছেন তিনি বড় একটা মানিতেন না, আবার তাঁহার অবতার আরো হাস্যজনক কথা। সুতরাং এই সার্ব্বভৌমের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার সেই সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি হইল না।

কেবল ভট্টাচার্য্যের উপর ঘৃণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন এই ভাবুক সন্ন্যাসী নিতান্ত ধূর্ত্ত, এমন কি, সার্ব্বভৌমের ন্যায় বড় বড় লোক পর্য্যন্ত ভুলাইতে সক্ষম।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়া নবদ্বীপে এক বৎসর কাল বিহার করেন। নবদ্বীপে তাঁহার দুইটি ভাব হইত, একটি শ্রীমতী ভাব, আর একটি শ্রীকৃষ্ণ ভাব। যখন শ্রীমতী ভাব হইত, তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেন, আর যখন শ্রীকৃষ্ণ ভাব হইত, তখন তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অবতীর্ণ হন, মায়াবাদীগণ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মায়াবাদীদিগের সেই সময়ের কর্ত্তা, নেতা ও গুরু ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যখন নবদ্বীপে প্রকাশ হন, তখন কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিরাজ করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শ্রীভগবান আবেশে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই রূপ বর্ণিত আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মুরারি গুপ্তের সহিত বিহার করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আবিষ্ট হইলেন, হইয়া বলিলেন ঃ—

" বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড় মড় করি বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেও এই ঘটনাটি এরূপ লেখা আছে। প্রভু ভগবানরূপে আবিষ্ট হইয়া মুরারিকে বলিতেছেন ঃ—

" মোর ভক্ত দ্বেষী এক আছে দুষ্ট জন।
বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন।
এথায় আমার সে হইল মহা বন॥"

অর্থাৎ প্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু বলিতেছেন যে, বনে যাইবার আর প্রয়োজন কি, জনপদ জীবের দুষ্কর্ম্মে মহাবন হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে জীব উদ্ধারের লাগি ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায়

সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তখন ফাল্গুন মাস, শক ১৭৩১। নীলাচলে গমন করিয়া প্রথমে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পরে দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে ২ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রকাশানন্দের বাড়ী। তাঁহার জেষ্ঠ্য বেঙ্কট ভট্ট প্রভুকে দর্শন করিয়া মোহিত হন, ও তাঁহাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তখন বর্ষা আসিয়াছে। ইহাতে বেঙ্কট প্রভুকে বর্ষার চারি মাস তাহার বাড়িতে থাকিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বেঙ্কটের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন। প্রভুর সেবার নিমিত্ত বেঙ্কট তাহার পুত্র গোপালকে নিযুক্ত করেন। প্রভু চারি মাস শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের বাড়িতে রহিলেন। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আইলে যাহা হইত তাহাই হইল, অর্থাৎ বেঙ্কটের গোষ্ঠী সমেত শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে নাশিক, পাণ্ডারপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পাণ্ডারপুরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভক্তিধর্ম্মনেতা, ভাগবতবর তুকারামকে কৃপা, ও দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া, পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন।

নীলাচলে প্রভু বিরাজ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার হস্তে কোন এক জন যাত্রী একটি শ্লোক দিল। প্রকাশানন্দের মন ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ। প্রভুকে তিনি নিন্দাবাদ করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিতেন কি না তাহা তিনি জানিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি একেবারে তাঁহার হস্তে একটি শ্লোক লিখিয়া একজন যাত্রীর দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন।

শ্লোকটী এইঃ—

"যত্রাস্তে মনিকর্ণিকা, মলহরা স্বর্দ্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা,
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুমৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতদ্দ্ভুতধামতঃ সুরপুরোনির্ব্বাণমার্গস্থিতং,
মূঢ়োঽন্যত্রমরীচিকাসু* পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

যে স্থানে মনিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনীদীর্ঘিকা, ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারকমোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণপথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয় তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয় ॥ ১ ॥

পত্র পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু একটু ঈষৎ হাস্য করিলেন ও সেই লোক দ্বারা একটী উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন।

সে শ্লোকটী এই ঃ—

ঘর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা, ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং।
এতস্যৈবহি নাম শম্ভু নগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্ব্বাণদং ॥ ২

মনিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগিরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন, এবং বারানশীনগর যাঁহার নাম নিস্তারক তারক, অতএব হেসখে সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ চরণ কমল তাহাকে ভজনা কর ॥ ২

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাইয়া দেখিলেন, যে বড় সুবিধা হইল না। তখন বিশুদ্ধ গালী দিয়া আর একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতেন না। শ্রীজগন্নাথকে যে মহাভোগ দেওয়া হইত তাহা গ্রহণ করিতে অপত্তি করা অপরাধ মনে করিতেন এই নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের যে আহার নিষেধ ছিল তাহাও কখন কখন তাঁহার গ্রহণ করিতে হইত। ইহা কাহার অগোচর ছিল না ও প্রকাশানন্দও তাহা অবগত ছিলেন। এই বিষয় লইয়া অভক্ত সন্ন্যাসীরা প্রভুকে নিন্দ করিতেন। সুতরাং এই কলঙ্ক অবলম্বন করিয়া প্রকাশানন্দ পুনরায় একটী শ্লোক লিখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সে শ্লোকটী এই ——

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়োবাতাম্বুপর্ণাশিনঃ
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং ॥ ৩ ॥

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃতদধি দুগ্ধযুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে তাহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে চড়ক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে ॥৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এ শ্লোকের আর কি উত্তর দিবেন? তিনি উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁহার ভক্তের মধ্যে কোন এক জন এই উত্তর শ্লোকটী পাঠাইয়া দিলেন।

সিংহোবলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতস্তৃণশিখাকণমাত্রভোগী
কামীভবেদনুদিনং, বদকোঽত্র হেতুঃ ॥ ৪ ॥

বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও সংবৎসরে একবার ক্রীড়াকরে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিরত ক্রীড়া করিতেছে, ইহাতে কি হেতু বল। ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের কাশী গমন।

প্রকাশানন্দের আহ্বানে প্রভু গেলেন না। কিন্তু পরে কাশিতে যাইতে হইল। প্রভু বৃন্দাবন যাইবার মনন করিলেন, ও নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশী। কাশীতে তখন তাঁহার দুইজন মাত্র ভক্ত ছিলেন। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর বৈদ্য। প্রভু চন্দ্র শেখরের গৃহে বাসা করিয়া, তপন মিশ্রের বাটী ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রভুকে পাইয়া এই দুই ভক্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত নিবেদন করিলেন। প্রভুর যদিও শীঘ্র যাইবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি তাঁহাদের আগ্রহে থাকিতে সম্মত হইলেন।

প্রভুর এইরূপ আশ্চর্য্য ভাগ্য ছিল যে তিনি কোথাও গমন করিবা মাত্র সে সংবাদ তখনই সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িত। কাশীতে ও তাহাই হইল। নগরের মধ্যে ঘোষিত হইল, যে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছে। তাহার রূপ অমানুষিক ও প্রেম অকথ্য, তাহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমে এ কথা সন্ন্যাসী সভায় ব্যক্ত হইল, ও প্রকাশানন্দও শুনিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর রূপ ও গুণ শুনিয়া মনে মনে অনুমান করিলেন, যে এই সেই নীলাচলবাসী কৃষ্ণচৈতন্য হইবে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন তাহাই বটে। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে দেখিতে গেলেন না বলিয়া কিছু বিপদে পড়িলেন। কৃষ্ণ চৈতন্য দেখা করিতে আইল না, আপনিও যাইতে পারেন না, কারণ উহা তাহার পক্ষে গ্লানিকর। অতএব যদিও উভয়ের একস্থানে অবস্থিতি তবু দেখা হইল না।

কিন্তু যদিও দেখা হইল না, তত্রাচ প্রকাশানন্দের প্রভুর কথা সর্ব্বদায় শুনিতে হইত। যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। আর প্রকাশানন্দের কাছে প্রশংসা করিলে, তিনি কেবলই নিন্দা করিতেন। তিনি সকলকেই বলিতেন, যে তোমরা তাহার কাছে যাইও না। সে ঐন্দ্রজালী, মূর্খ সন্ন্যাসী, নিজ ধর্ম্ম জানে না। তাহার কর্ত্তব্য বেদান্ত পাঠকরা, তাহা করে না। আর ভাবুকের সঙ্গে ভাবকালি দেখাইয়া বেড়ায়। এইরূপ লোকের সহবাস করিতে নাই, করিলে দুর্ব্বল মনা মনুষ্যগণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারে। শুনিয়াছি সে নাকি এরূপ মোহিনী মন্ত্র জানে, যে তাহাকে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। যাহা হউক কাশীতে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। তোমরা দেখিতেছ না ভয়ে আমার এদিকে আসে না, কেবল ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে। তপন মিশ্র ও চন্দ্র শেখর এই সমস্ত কথা শুনিতেন, শুনিয়া তাঁহাদিগের মর্ম্মাহত হইতে হইত। অবশেষে এরূপ অসহ্য হইল যে তাহারা সহিতে না পারিয়া প্রভুকে বলিলেন প্রভু আর তোমার নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। প্রকাশানন্দ ও তাঁহার পারিষদ গণ আপনাকে কেবলই নিন্দা করেন। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

তখন সন্ন্যাসীদিগের সহিত, তাঁহার মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা ছিলনা। কেন ছিলনা, তাহা তিনিই জানেন। কাশীতে বিশ্বরূপ ক্ষৌর দিনে সকল সন্ন্যাসীর একত্র হইতে হয়। ইহা সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে উহা ভঙ্গ করিবেন। সেই ক্ষৌর দিবস সম্মুখে। কাশীতে থাকিলে সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে তাহাদের সহিত মিশিবেন না। সুতরাং সেই ক্ষৌরের চারি দিবস থাকিতে, প্রভু বারাণসী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। ইহাতে প্রকাশানন্দের মনে সহজেই এই বিশ্বাস হইল, যে শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্য তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে, এই ভয়ে ক্ষৌর লঙ্ঘন করিয়া পলাইয়া গেলেন। কৃষ্ণচৈতন্য যে মূর্খ ও লোকপ্রতারক ইহা তাঁহার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গের কাশীতে প্রত্যাগমন।

শ্রীপ্রভু বৃন্দাবন ধাম হইতে পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়া সেই চন্দ্র শেখরের বাটী রহেন। এই সময় গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী সনাতন তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। এই সনাতন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা দিতে দুই মাস লাগিল, কাজেই আর দুই মাস কাশীতে প্রভুর থাকিতে হইল।

প্রভু কাশীতে আইলে আবার সকলে জানিতে পারিল। প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবার কাশীতে আসিয়াছে। একথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, আবার আসিয়াছে? উত্তমকথা, কিন্তু তোমরা জানিও সে এদিকে কখন আসিবে না। তোমরা কদাচ তাহার কাছে যাইও না। এই কথায় যাহারা প্রভুকে কখন দেখে নাই তাহারা বিশ্বাস করিত, কারণ লোকে প্রকাশানন্দের বাক্য বেদ বাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিত। কিন্তু যাহারা প্রভুকে দেখিয়াছে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখিলেই তাঁহাতে মন আকর্ষিত হইত। প্রসন্ন বদন, প্রসন্নহৃদয়, প্রেমওভক্তিময় কমল লোচন, ও তাহা হইতে অবিরত ধারা বহিতেছে। তরুণ বয়স্ক ও সোণার বরণ, তাহাতে সন্ন্যাসী, এরূপ যে দেখিত তাহারই অন্তর দ্রবীভূত হইত। কিন্তু তাঁহার

ভক্ত গণের নিকট তাহাদের প্রাণ হইতেও প্রিয় ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর নিন্দা শুনিয়া বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কষ্ট নিবারণের কোনও উপায় নিদ্ধারণ করিতে পারিলেন না। যখন কষ্ট অসহ্য হইত প্রভুর কাছে তখনই বলিতেন, কিন্তু প্রভু কেবল ঈষৎ মাত্র হাঁসিতেন, আর কিছু বলিতেন না।

একদিন মহারাষ্ট্রদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভাতে যাইয়া প্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুকে দর্শন করাতে তাঁহার চিত্ত প্রভুতে অর্পিত হইয়াছে। তিনি প্রকাশানন্দকে অতিশয় ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহার সভায় আসিয়া গদ্ গদ্ হইয়া বলিতে লাগিলেন শ্রীপাদ এই নগরে একটি অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য, কিন্তু তাঁহার রূপ ও কার্য্য সমস্তই অমানুষিক। আমি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ এই সাব্যস্ত করিয়াছি। তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম কারণ জীবে এত রূপ ও গুণ সম্ভবে না।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, জানি ২ তাকে জানি কেশব ভারতীর শিষ্য, নাচিয়া ও গানকরিয়া বেড়ায়, আর সকল লোককে নাচায় ও গাওয়ায়। আর এমনি ধূর্ত্ত যে তাকে যে দেখে সেই তাকে ভগবান বলে। তার প্রবঞ্চনায় তোমা অপেক্ষাও অনেক বড় ২ লোকে মুগ্ধ হইয়াছেন, তুমি সেখানে কখন যাইওনা। ও রূপ লোকের সঙ্গ করিলে দুকুল নাশ হয়, আর যদি তাহার সহিত তোমার দেখা হয় তবে তাহাকে বলিবে যে কাশীতে তাহার ভাবকালি বিক্রয় হইবে না, এখানে তাহার আসা পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইহাতে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া তখনই প্রভুর নিকট গেলেন। যাইয়া কাতর ভাবে বলিলেন যে প্রভু আমি নির্ব্বদ্ধিতা বশতঃ প্রকাশানন্দের সভায় গিয়াছিলাম, যাইয়া আপনার কথা বলিয়া

ছিলাম, তাহাতে তিনি উপহাস করিয়া আমাকে উড়াইয়া দিলেন। অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন তাহাতে বড় কষ্ট পাইয়াছি, এমন কি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া দিয়া চৈতন্য চৈতন্য বলে। আপনার উপর এত ক্রোধ ও বিদ্বেষ যে আপনার নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে না।

ইহাতে প্রভু হাসিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি ভগবানকে না মানে তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম হটাৎ আসে না। তাহাতে বোধ হয় আমার নামের পূর্ব্বাংশ ছাড়িয়া দিয়া থাকিবেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন "প্রভু সরস্বতী আর একটি কথা আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে আপনার কাশীতে আশা পণ্ডশ্রম হইয়াছে, আপনি যে ভাবকালির বোঝা কাশীতে লইয়া আসিয়াছেন তাহা এখানে বিকাইবে না।

প্রভু ইহাতে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, " বোঝা মাথায় করিয়া আসিয়াছি যদি নিতান্ত না বিকায় বিলাইয়া যাইব।"

প্রভুর বারাণসী ত্যাগ করার সময় হইয়াছে এই সময়. তপন মিশ্র প্রভুকে এক দিন বলিলেন যে তোমার নিন্দা আর শুনিতে পারি না। আপনি চলিয়া যাইবেন, আপনার কি। বিশেষ আপনার কাছে স্তুতি ও নিন্দা উভয়ই সমান। কিন্তু এই দুঃখ আমাদের চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। যেথানে সেথানে সন্ন্যাসীরা আপনার নিন্দা করিয়া থাকে, আর দিবারাত্র আমাদের এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। আপনি একবার সন্ন্যাসীর কাছে প্রকাশ হউন। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। ইনি সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণটী শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় করিয়া ছিলেন ও কাশীতে বাস করিতেন। তিনি প্রভুর নিন্দায় অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রভুর সকল ভক্তগণ, এই কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য

একটি পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে প্রভুর সঙ্গে সন্ন্যাসী গণের মিলন করিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মন ফিরিয়া যাইবে। তাহারা যে প্রভুকে নিন্দা করে তাহার কারণ তাহারা প্রভুকে জানেনা। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দেখিলে তখন আর তাহারা নিন্দা করিবেনা। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী-দিগকে ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার মনস্থ করিলেন। তপন মিশ্র যখন তাহাদের দুঃখের কথা প্রভুর কাছে বলিতেছিলেন তখনই মহা-রাষ্ট্রীয় আসিয়া বলিলেন, প্রভু আমার একটি নিবেদন আছে। আমি সকল সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশেন না তাহা জানি, কিন্তু আমি আপনার ভক্ত, আমার প্রতি সে নিয়ম চালাইবেন না। আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে। ইহা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রভুর পদতলে পড়িলেন।

প্রভু তপন মিশ্র ও অন্যান্য ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝিলেন। ও ঈষৎ হাস্যকরিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রকাশানন্দে দেখা দেখি।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বাড়ি বৃহৎ সভা হইয়াছে। প্রকাশানন্দ শুনিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, আর তিনি আসিতে স্বীকার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি কখনো এরূপ নিমন্ত্রণে ও মিলনে স্বীকৃত হয়েন নাই। সুতরাং সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিবেন এই কথা লইয়া একটু আন্দোলন হইয়াছে। প্রকাশানন্দের এতদূর আক্রোশ যে কাশী হইতে নীলাচলে প্রভুকে গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এখন কাশীতে। কাশীতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন না, ইহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে ভয়ে তাঁহার নিকটে আসেন নাই। বরাবরই সরস্বতীর প্রভুর উপর ঘৃণা ছিল, আর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত দেখা না করাতে সেই অবজ্ঞা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহাকে তিনি ঘৃণা করিয়া "চৈতন্য চৈতন্য" বলিতেন, ভ্রমেও কৃষ্ণচৈতন্য বলিতেন না, তাহার নিকট আসিতেছেন। ইহার কারণ কি?

প্রকাশানন্দ কাশীর এক প্রকার রাজা ছিলেন, সুতরাং তিনি নির্ভিক। কাহাকে ভক্তি কি ভয় করা তাহার অভ্যাস ছিলনা। তাঁহার সমকক্ষ লোক তিনি অদ্যাপি দেখেন নাই। তিনি তাঁহার সমগ্র শিষ্য লইয়া সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট সেই মূর্খ ভাবুক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। তিনি সে স্থানে সর্ব্ব বলে বলীয়ান। আর ভাবুক সন্ন্যাসীর পরদেশ। সেখানে তাঁহার কোন সহায় নাই, সেই সভায় একা আসিতেছেন, সুতরাং প্রকাশা-

নন্দের কোন ভয় নাই। তবে সেই ভাবুক সন্ন্যাসীকে, যে সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে, দেখিবার নিমিত্ত প্রকাশানন্দের নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। মনে ভাবিতেছেন যদি সে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে, দুই এক কথায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিবেন। আর যদি চুপ করিয়া আসে আর যায়, তবে হয়ত কোন কথাই বলিবেন না, তাহার উদ্দেশও লইবেন না।

এমন সময় প্রভু প্রসন্ন বদনে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে সনাতন প্রভৃতি তাঁহার চারিজন ভক্ত সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ নিতান্ত চিন্তাকুল। কি জানি প্রভু কি লীলা করেন। সকল পাষণ্ড সন্ন্যাসীরা কি আমাদের শ্রীগৌর কিশোরকে আদর করিবে? তাঁহার ভাব তাহারা কি বুঝিবে? তবে ভক্তগণ যে চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়না। শ্রীনন্দও কংস সভায় ঐরূপ চিন্তাকুল হইয়াছিলেন।

প্রভু আইলে, সন্ন্যাসী সভায় 'শ্রী চৈতন্য আসিতেছে' বলিয়া এক ধ্বনি হইল। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, যে সাড়ে চারিহস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচা কাঞ্চনবর্ণ একটি অতি যুবা পুরুষ আসিতেছেন, মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, ও কমল নয়ন। সন্ন্যাসীগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন, প্রভু অগ্রে আসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন। করিয়া সেই খানেই বসিলেন।

সন্ন্যাসীগণ তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেখিতেছেন বয়ক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধহয় যে এরূপ সরল, নিরীহ, ভাল মানুষ ত্রিজগতে আর কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

খ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত্ত মধ্যে লুপ্ত হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয় মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যত তিনি করিতে দিতেন না। কিন্তু প্রভুর বদন ও চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ সভার মধ্যে আগমন করুণ। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন। ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, আমার সম্প্রদায় অতি হীন। আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরি, প্রভৃতি উচ্চ ও ভারতী নীচ। অপর, এ কথা শুনিয়া সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া সভার মধ্য স্থানে বসাইলেন।

মহানুভব সরস্বতীর তখন শত্রুতা ভাব গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, শ্রীপাদ আমি শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য। কিন্তু আমাদের মনে একটী দুঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদয় মনের কথা বলিতে লাগিলেন। "হে শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত

হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মোটে মিশ্রিত হয়েন না কেন? শুনিতে পাই সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদপাঠ তাহা করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালীতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, এসমস্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।„

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল ও চিত্ত প্রভুতে কিঞ্চিৎ আকর্ষিত হইয়াছিল। আবার তাঁহার নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে এ ব্যক্তি যাহা তিনি ভাবিয়াছিলেন নিতান্ত তাহা নয়। এই জন্য আপনি যে পূর্ব্বে নিন্দা করিয়াছিলেন সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌতুহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত উপরুক্ত কথা গুলি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কি উত্তর করেন সভায় লোকে শুনিবার নিমিত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীগৌরাঙ্গকে সরস্বতি বাৎসল্য ভাবে কথা কহিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই রূপ গুরু ভাবে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "শ্রীপাদ আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম তখন তিনি দেখিলেন যে আমি মূর্খ ইহাতে তিনি বলিলেন, বাপু তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবেনা। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন বাপু এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামেব কেবলং।
"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন; এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই, অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবেনা। ইহাতে তোমার কর্ম্ম বন্ধ ক্ষয় পাইবে। অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্ল্লভ ধন কৃষ্ণপ্রেম তাহাও লভ্য হইবে।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শ্লোক এই রূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, যে সন্ন্যাসীরা একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে, আমার মন ভ্রান্ত হইল। ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কখন হাস্য কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য কখন গীত, করিতে লাগিলাম। তনু মন এলাইয়া গেল ও এক রকম পাগল হইলাম। তখন আমি বিচার করিলাম যে আমার এ কি দশা হইল? এত উন্মাদ জনের অবস্থা। তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম? এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যস্ত ও ভীত হইয়া আবার গুরুর শরণাপন্ন হইলাম। এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম, যে প্রভু আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজ্ঞা ক্রমে আমি কৃষ্ণ নাম জপিতেছিলাম, জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল, এবং আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি, আমি নাম জপিয়া এক প্রকার পাগল হইয়াছি। এখন আমি এই দায় হইতে কি প্রকারে উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আজ্ঞা করুন।"

আমার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ নামের শক্তিই ঐরূপ। উহাতে ঐ রূপ হৃদয় চঞ্চল করে। শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি

উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর সৌভাগ্য হইতে পারেনা, তাহাই তুমি পাইয়াছ।

গুরু ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন। যথা শ্রীমৎভাগবতে।

এবং প্রভোঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জনোহনুরাগদ্রুতচিত্তউচ্চৈ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১

এই প্রকারে যিনি অনুরাগ বিগলিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর প্রিয় নাম লইয়া হাস্য, রোদন, হুংকার গীত ও নৃত্য করেন তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীব গণকে রক্ষা করেন। ১

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং সাধকানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়াবা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

যে কেহ হউক না কেন যদি পরম মধুর সাধকের মঙ্গলকর, সকল নিগমের সুফল স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় শ্রদ্ধায় গান করে তাহা হইলে, হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণ নাম তাহাকে উদ্ধার করে। ২

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনোৎকৃচ্ছ্রং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং ॥৩

যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত সাগর বিহার করেন তাঁহারা কৃচ্ছ্রলভ্য চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন। ৩

তদনন্তর গুরুদেব বলিলেন তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম। গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞা দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন ও হাস্য প্রভৃতি করি, ইহাতে আমার হাত নাই। আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া করিনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কথা বলিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বরিষণ

হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের কথা সুগায়কের সঙ্গীত হইতেও মধুর বোধ হইত। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসীগণের চিত্ত কোমল হইল।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভু কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন যে এটি সুন্দর ছেলে। অতি মিষ্ট কথা, সুবোধ। যদি আমার কাছে কিছু কাল থাকে তবে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটি অপূর্ব্ব বিগ্রহ হইবে।

পরে প্রকাশানন্দ বলিতেছেন, শ্রীপাদ যাহা বলিলেন এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারেনা। কৃষ্ণনাম লও ইহাতে সকলের সন্তোষ। কৃষ্ণে প্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা, তাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদ পড়না কেন? বেদের উপর তোমার অশ্রদ্ধা কেন?

প্রভু বলিলেন শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন তাহার যদি উত্তর না দিই তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনাদের তুষ্টিকর না হয়, তাহা হইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপরাধ হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লয়েন, তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে আমি কেন বেদ পাঠ করি না।

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যাগ্রতা সহকারে বলিলেন, শ্রীপাদ আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে? আপনার মুখে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরি-পূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীত হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন ইহা কখন সম্ভাবনা হইতে পারে না, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্তি করুন।

প্রভু বলিলেন বেদ ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সম্ভবেনা।

এই বেদের যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন সে তাঁহার নিজের মনের ভাব, বেদের নয়। বেদের কি প্রকৃত অর্থ তাহা সূত্রে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে। সে সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনারা দেখিবেন যে সূত্রের অর্থ এক রূপ এবং শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ আর এক রূপ করিয়াছেন। স্থূল কথা সূত্র অতি পরিষ্কার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাহার মনঃকল্পিত, সূত্রের অর্থের সহিত মিলে না।

সন্ন্যাসীরা ইহাতে চমকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে ইহা তাঁহাদের স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগত গুরু বলিয়া মান্য করেন। তাঁহার ভাষ্যে দোষারপ করাতে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন,। তাঁহারা বলিলেন, শ্রীপাদ আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে?

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন সন্ন্যাসীগণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস চৈতন্য চরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন। ও তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রবণ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছা হয় সেই বিচারের সার চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিবেন। আমি উহা বাদ দিয়া গেলাম।

সন্ন্যাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন। যেরূপ তাঁহাদের গুরু বুঝাইতেন

তাঁহারা সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলের যেন চক্ষু ফুটিল। তখন পরস্পর মুখ চাওয়া চাই করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ দেখিলেন যে কৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ পরম সুন্দর ও পরম সাধু নন, পরম পণ্ডিতও বটেন। তাঁহার অভিমান ছিল যে জগতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার যত অনর্থের মূল এই পাণ্ডিত্য অভিমান। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীপাদ আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছেনা, কারণ আপনি ন্যার্য্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিলেন এ আপনার অসীম শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। বেদের মুখ্য অর্থ করুণ, দেখি আপনি বেদ কিরূপ বুঝিয়াছেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বেদের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি ২ সূত্র বলিতে লাগিলেন আর অর্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্থ করিয়া স্থাপন করিলেন, যে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরম পুরুষার্থ। অগ্রে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার প্রভুর বদনে সূত্রের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসীগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহাদের নেতা যে অর্থ করিয়াছিলেন উহা সরল নহে, তাঁহার মত স্থাপন করিবার নিমিত্ত বেদের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। তখন প্রকাশানন্দ দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক সন্ন্যাসী নহেন, বয়ঃক্রমে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষাও বড়।

প্রকাশানন্দ কহিতেছেন, শ্রীপাদ আমি পূর্ব্বে আপনাকে নিন্দা করি-

য়াছি তাহা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। এক্ষণে আপনার সহিত সঙ্গ করিয়া দেখিলাম যে আপনি সাক্ষাৎ বেদ ও নারায়ণ। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা আপনার কাছে শিখিলাম। আপনি আমার গুরু। কৃষ্ণ চরণ সেবাই জীবের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য, আর কৃষ্ণ নাম করা পরম ভাগ্যের কথা। ইহাই বলিয়া সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পরে সন্ন্যাসীগণ প্রভুকে মধ্যস্থানে বসাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সকলে ভোজন করিলেন।

প্রকাশানন্দের অন্তরে তর্ক বিতর্ক।

ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আইলেন। তখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যাহা বলিলেন তাহা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখে অমৃত বৃষ্টি হইল। এত দিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জিনিবার যো নাই। কলি-কালে সংসার জিনিবার এক মাত্র উপায় হরিনাম। অতএব পণ্ডশ্রম যে এত দিন করা গিয়াছে আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি ২ বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন কাহার উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না।

তখন প্রকাশানন্দ কহিলেন, শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অদ্বৈত মত স্থাপন করা, এই সংকল্প করিয়া তাঁহার মনের মত বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয় ২ বলিতাম, মনে প্রতীত হইত না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ গোল হওয়াতে সর্ব্ব কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন নানা দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিত্যাগ করি-বার পাঁচ দিন থাকিতে, প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে

স্বীকৃত হন, আর এই তিন চারি দিন, প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুর কাছে আসিয়া কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদায় হইলেন। সমস্ত বারাণসী নগরে কৃষ্ণ নামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি, ও নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, প্রকাশানন্দের মন নম্রীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন, যে ভক্ত বৎসল ভগবানকে ভক্তি করা সুধু বেদের উপদেশ নয়, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল, সে চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সে শ্লোকটী এইঃ—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযুষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষেৎ কিমপি করুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্জনেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গযষ্টি।
শ্চেতোঽকস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্ত চকার॥ ৬১।

অস্যার্থ।

যাঁহার অঙ্গে যষ্টি কণক কদলীর গর্ভেরন্যায় গৌরবর্ণ, এবং যিনি করুণারসে স্নিগ্ধ অঞ্জন পূর্ণ নেত্র দ্বারা নিবিড় উজ্জল রসময় প্রেমরূপ সুধা সিন্ধুর কোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, তিনি কে অনীর্ব্বচনীয় দেব অকস্মাৎ আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিন্দে দৃঢ় রূপে নিযুক্ত করিলেন।

সরস্বতী ঠাকুর বিরলে বসিয়া চিন্তাকরিতেছেন। এই যে সুবর্ণ কান্তি বিশিষ্ট নবীন পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেম পূর্ণ নয়নে আমার পানে

চাহিলেন। কেন, ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর আমার চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উঁহার চরণ মুখে কেন ধাবিত হইতেছে? এ বস্তুটি কে? এটি কি মানুষ কি কোন অনীর্ব্বচনীয় দেবতা? এইরূপ উপরের লিখিত শ্লোকের ন্যায় একটী উক্তি কবিবর রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটকে আছে। শ্রীমতী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, সখীগণের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাধা। (পুরতোহ বলোক্য) অজ্জে মঅণিএ কেচ এস নিলুপ্পল দল কোমল ছুই কণঅণিঅর বিচ্ছেদ বসনো ঈসিঅ অলম্বিঅ কন্ধরং মুহর মুহরং বেন্নুং বাদেই ॥ ৪৩ ॥

অর্থ।

রাধা (অগ্রদৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যে মদনীকে! ঐ যে সুকোমল নিলোৎপলকান্তি পুরুষটি দেখিতেছ, যিনি কণক রাশি সদৃশ বসন পরিধান করিয়া আপনার কন্ধর দেশে ঈসৎ অবলম্বিত বংশীর মধুর মধুর বাদ্য করিতেছেন, ইনি কে?

যখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই স্থবর্ণ কান্তি বিশিষ্ট পুরুষটি কে ইহা মনের মধ্যে তর্ক করিতেছেন, সেই সময় তিনি হরিবোল হরিবোল কলরব শুনিতে পাইলেন। ইহার বৃত্তান্ত বলিতেছি।

আবার মিলন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হন, সেই দিন অবধি তাঁহার বাসায় লোকের সংঘটন হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাসাতে কেহ প্রভুকে দেখিতে পাইতেন না। তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখন দুই সারি লোক দাঁড়াইয়া রহিত। তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখন দুই ধারে লক্ষ ২ লোক থাকিত, ও হরি ধ্বনি করিত, ও তাঁহাকে যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভু মোটে ৪।৫ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এ সমুদয় ঘটনা কএক দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের দুই তিন দিন পরে প্রভু এক দিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দু-মাধব-হরি দর্শন করিতে গেলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া এইরূপ বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন।

প্রভুর সঙ্গে ভক্ত চারিজন ছিলেন। চন্দ্র শেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ, ও সনাতন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিন্দু মাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর উপরি উক্ত চারি জন হাতে তালি দিয়া এই পদ গাইতে লাগিলেন ঃ—

> হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নম।
> যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম॥

প্রভুর সঙ্গেই সহস্র ২ লোক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহারা কলরব করিতে ছিল। আবার প্রভুর নৃত্য দেখিয়া সেই কলরব শত গুণ বৃদ্ধি হইল।

দুই তিন দিন হইতে নগর টলমল করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন একথা মুখে মুখে নগরময় হইয়া হইয়া গেল। সহস্র ২ লোক নৃত্য দেখিতে আসিল; স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রভু নৃত্যকালীন মুখে হরি হরি ধ্বনি করিতে ছিলেন। আর সহস্র ২ লোকে গগণ ভেদ করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ইহাতে অতিশয় কলরব হইল। প্রকাশানন্দ সরস্বতি যখন চিন্তা করিতেছেন কৃষ্ণচৈতন্য বস্তুটি কি তখন তিনি এই কলরব শুনিতে পাইলেন। এমন সময় এক জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সভায় সংবাদ দিল, যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, আর তাহাই দেখিয়া লক্ষ ২ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী, ব্যগ্র হইয়া সভা সমেত উঠিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বচন শুনিয়াছেন, রূপ ও দর্শন করিয়াছেন, ও তাঁহার সহিত নয়নে নয়নে মিলনও হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রেম ভাব, কি তাঁহার নৃত্য, কখন দর্শন করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভ দিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্যে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় গণ বিগলিত হইয়াছেন, আজ সেই ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বিদ্যোত্তম, জ্ঞানময়, কৌপিনধারি, সন্ন্যাসী ঠাকুর নৃত্য দেখিতে ধৈর্য্যহারা হইয়া বালকের মত দণ্ড কমণ্ডল ফেলিয়া দৌড়িলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদ্‌গণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, ও তিনি ও তাঁহার শিষ্য বর্গ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন সে শ্লোকটি এই। *

শ্লোক

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ
র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং ।

অস্যার্থ ।

“যিনি নৃত্য করিতে ২ চতুর্দ্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি সুবর্ণ দণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়-মান করিতেছেন, এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি ২ এই আনন্দ জনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অশুভ ধ্বংশ করিতেছেন, সেই দেব শ্রেষ্ঠ অতুল রস মুগ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ।,,

প্রকাশানন্দ সরস্বতী দেখিতেছেন যেন সোনার পুত্তলি নৃত্য করি-তেছেন । প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে । আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্লিত হইয়াছে । কমল লোচন দিয়া পিচকারির ন্যায় ধারা ছুটিতেছে । ও সেই নয়নের জল দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদয় লোকের অঙ্গ ধৌত হইতেছে । একটু নৃত্য মাধুরি দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারি ধারা বহিতে লাগিল । তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না । আর দুই করে কীর্ত্তনের সঙ্গে ২ তাল দিয়া অল্প অল্প নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, ও অল্প অল্প হরি হরায় নমঃ গাইতে লাগিলেন । নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইতেছিল। সরস্বতীরও ঐরূপ অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছিল । সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন । একটু পরে দেখিলেন, যে মুকুন্দ কপট সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন ।

তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার নিজ কৃত আর একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই ঃ—

শ্লোক

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমার্দ্ধ্যা পরমপদকোটী প্রহসনং।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিবতনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটং॥

অস্যার্থ।

"যিনি কোটী নবমেঘ সদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম সম্পত্তিদ্বারা কোটী বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করাই-তেছেন এবং যিনি অঙ্গ লাবন্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটী অমৃত সিন্ধু উদ্গার করিতেছেন, অহো! আমি সেই সন্ন্যাস কপটগ্রাহী শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর ধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠি-তেছে। দেখিতেছেন জগত একেবারে সুখময়। দুঃখের লেশ মাত্র জগতে নাই। নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা করিতেছে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন।

লোকের কলরবে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিভোর হইয়া তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। অমনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ কেন আমাকে অপরাধী

করবেন? আপনি জগৎ গুরু, আমি আপনার শিষ্যেরও উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সব সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম।

ইহাতে প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবান! আপনি আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আমি আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে।

সবৈ ভগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শহৃতাশুভ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

"পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে, ভগবানেতে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণু। শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। কিন্তু যদি আমাদিগকে ভুলাইবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষণ্ড, আপনি আমার পূজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হই।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রভু ইহার দুই এক দিন পরেই কাশী পরিত্যাগ করিলেন। প্রকাশানন্দের তখন মনের ভাব যাহা হইয়াছিল তাহা এখন বুঝিতেছি। তিনি মঠে আসিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা

সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত বিধি পালন করিয়াছিলেন, সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দু মাত্র ইচ্ছা হইতেছে না। তবে করিতেছেন কি তাহা বলিতেছি। একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে চেতন হইতেছে, আর আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল, সে স্থানে দেখিতেছেন সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন, কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য! সে যাহা হউক, তাঁহার মনের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বলাই ভাল। অতএব তাঁহার কৃত আর একটী শ্লোক এই খানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্লোক।

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি র্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জাপ্রহসনসমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যে বাভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্ম্মা
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥ ৬০॥

অন্বয়ার্থ।

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত লৌকিকি ও বৈদিকি যে ব্যবহার শ্রেণী আর প্রহসন, উচ্চৈস্বরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।,,

প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, কি শক্তিধর পুরুষ! হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্কর পুরুষ ছিলে? একটি গৌর বর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল! ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া দুই দণ্ড পর্য্যন্ত হাস্য করিলেন।

আমি প্রকাশানন্দ আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না।
হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে কি বলিবে? ছি! তুমি আমাকে লজ্জা দিলে?

রজনী যোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু পাশরিয়া হৃদয়ে ধরিলেন। ধরিয়া দুজনে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু, এখন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন।

প্রভু বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, প্রভু আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে বৃন্দাবনেই আমাকে তুমি দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, প্রভু তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না?
প্রভু কহিলেন, সত্যই স্মরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম।

প্রভু কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধন হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল।

প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দের উদ্ধার কেহ জানিতে পারিল না। প্রভু কি করিতেন তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন না। তাহাতেই এ সংবাদ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নাই। প্রভুর

মন প্রভু জানিতেন। জীবের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা ছিল না, হইতেও পারে না। সামান্য জীবে এরূপ কোন কার্য্য করিলে তাহা কোন কথার ছলে সে প্রকাশ করিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী এ সমুদয় প্রত্যক্ষ করেন ও তাঁহা হইতে এ কথা প্রচার হয়।

প্রবোধানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন, কিন্তু তিনি তাহার পর অতি অল্প কাল জগতে ছিলেন। বোধ হয় তিনি নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার দুই একটী শ্লোকে প্রভুর নীলাচল বিহার বর্ণিত আছে।

বৃন্দাবনে প্রবোধানন্দ দুই খানি গ্রন্থ লিখেন। "বৃন্দাবন শতক" ও "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত"। এই শেষোক্ত গ্রন্থ খানি শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তদিগের অতি উপাদেয় বস্তু। এই গ্রন্থ পূর্ব্বে নিত্যানন্দদায়িকা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হয়। পরে ভারত বিখ্যাত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন আর একবার মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ দাস কবিবর শ্রীযুক্ত রাম দয়াল ঘোষ বাঙ্গলা কবিতায় সেই গ্রন্থ মধুর রূপে অনুবাদ করিয়াছেন। উপরে যে প্রবোধানন্দের শ্লোক গুলি দেওয়া হইয়াছে সে সমুদয় শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থ হইতে।

পরিশিষ্ট।

গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য। তাহার প্রমাণ এইঃ—

শ্রীহরি ভক্তি বিলাসে ॥ ভক্তেৰ্বিলাসনশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবত প্রিয়স্যগোপাল ভট্ট রঘুনাথঃদাস সন্তোষয়নরূপ সনাতনৌচ।

এই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কে, ইহা লইয়া কিছু তর্ক আছে। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে লেখা আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বেঙ্কট ভট্টের বাটীতে যান, তখন সেখানে প্রবোধানন্দ ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর হইতে কোন২ স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ—

শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে।
রাধা কৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥

গোপাল ভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ।
কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জ্জন ॥
কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
অল্পকাল হতে অধ্যাপন করাইল ॥
পিতৃব্য কৃপায় সর্ব্ব শাস্ত্রে হইল জ্ঞান।
গোপালের সম এথা নাহি বিদ্যাবান ॥

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।
সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥

কিন্তু এদিকে আমরা দেখিতেছি যে, প্রবোধানন্দের সঙ্গে প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ বারাণশীতে হয় । ইহাতে মনে তর্ক উঠিতে পারে, যে হয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আখ্যায়িকা ভুল, কি ভক্তি রত্নাকরের আখ্যায়িকা ভুল, অথবা প্রবোধানন্দ নামধারী দুই ব্যক্তি ছিলেন । যদি কিছু ভুল থাকে, তবে ভক্তি রত্নাকরেই থাকিবার সম্ভাবনা । কারণ ভক্তি রত্নাকর আধুনিক গ্রন্থ ও উহার আখ্যায়িকার মধ্যে অনেক স্থানে ভুল দেখিতে পাওয়া যায় । যদি দুই প্রবোধানন্দ সরস্বতী থাকিবেন, তাহা হইলে যখন যিনি এক প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কথা উল্লেখ করিতেন, তখন অন্য সরস্বতীর কথাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিতেন । শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ, আর কাশীবাসী প্রবোধানন্দ, ইহারা উভয়েই প্রধান লোক । যদি ইহারা পৃথক হইতেন, তবে তাহার কোন না কোন প্রমাণ পাওয়া যাইত । ইহাঁরা পৃথক তাহার এক মাত্র প্রমাণ ভক্তি-রত্নাকরের কয়েকটী চরণ । একটী সামান্য কথায় ভক্তি রত্নাকরের আখ্যায়িকাতে সন্দেহ হয় । প্রবোধানন্দ সরস্বতী যিনি শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু, তিনি ভণ্ড সন্ন্যাসী কখন হইতে পারেন না, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি কেন আপনার বাটীতে থাকিবেন ? এরূপ কর্ম্ম, ভট্ট গোস্বামীর যিনি গুরু, তাহা দ্বারা সম্ভবে না ।

অপর তাঁহাদিগের দুই জন যে এক, তাহা প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থকার কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতীর জীবনী লিখিয়া, পরে এই কয়েক চরণে সমাপ্ত করিতেছেন ।

"প্রকাশানন্দের সরস্বতী নাম ছিল ।
প্রভু ভাবে প্রবোধানন্দ নাম রাখিল ॥

তবে অনুরাগে প্রমাণ মহাপ্রভুর । ৩
বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাসুর ॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত নাম সুমধুর।
মধুর বর্ণনা চমৎকার রসপুর ॥
যতেক আচার্য্য প্রভুর পরিবার ।
শ্রীমান প্রবোধানন্দ আরাধ্য সবার ॥

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য । আর উপরে দেখিতেছি কাশীতে যে প্রকাশানন্দ ছিলেন, এবং যাঁহার নাম প্রভু প্রবোধানন্দ রাখেন, তিনি আচার্য্য প্রভুর আরাধ্য । ইহাতে বুঝিতেছি যে, যিনি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থ লেখেন তিনি শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু ও খুল্লতাত । অর্থাৎ যিনি গোপাল ভট্টের খুল্লতাত ও গুরু, তিনি শ্রীআচার্য্য প্রভুর গুরুর গুরু । আর ভক্তমালে দেখিতেছি, যিনি কাশীতে বাস করিতেন, তিনি আচার্য্য প্রভুর পরিবারের বন্দনীয় । ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রবোধানন্দ সরস্বতী দুই ব্যক্তি ছিলেন না । আবার এই ভক্তমাল গ্রন্থে দেখিতেছি যে সরস্বতী ঠাকুর বৃন্দাবনে সঙ্গোপন হয়েন ও সেখানে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে । যথাঃ—

নন্দকুপ নাম তার অদ্যাপী বিরাজে ।
সর্প হইতে কৃষ্ণ ছাড়াইল নন্দরাজে ॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরচন্দ্র গুণ ।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের বর্ণন ॥
আর শ্রীল বৃন্দাবনে শতক যে নামে ।
করিলেন যেহ যারে সাধু মনোরমে ॥

সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ।
তথা কালীয়া দমন লীলা করেন আস্বাদ ॥

পরিশেষে সরস্বতী ঠাকুরের একটী শ্লোক বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক সমাপন করিব।

শ্লোক।

দন্তে নিধায় তৃণ তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদেহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায়দূরা
গৌরাঙ্গ চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং ॥

অস্যার্থঃ।

হে ভক্তবৃন্দ! আমি দন্তে তৃণ করিয়া চরণে পতিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি যে, তোমরা সর্ব্ব ধর্ম্ম দূরেতে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর দেবের চরণ কমলে অনুরক্ত হও।